কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 31 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৫ ...

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষার্থীকে ছাত্রলীগকর্মীদের মারধরের অভিযোগ

জাবি প্রতিনিধি ▶

মোবাইল ফোনসেট চুরিতে জড়িত সন্দেহে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মো. আরাফাত রহমান নামের এক শিক্ষার্থীকে ছয় ছাত্রলীগকর্মী অমানবিক নির্যাতন করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নির্যাতনের শিকার আরাফাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ৪৩তম আবর্তনের শিক্ষার্থী। নির্যাতনের কারণে তাঁর শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। গত ২৩ তারিখ এ ঘটনা ঘটলেও নির্যাতনকারীদের ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে এত দিন তা প্রকাশ করেননি তিনি। গতকাল রবিবার রাতে নির্যাতনের শিকার ওই শিক্ষার্থী কালের কণ্ঠকে জানান, পরিবারের পরামর্শে এ বিষয়ে প্রক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন তিনি।

অভিযুক্ত ছাত্রলীগকর্মীরা হলেন ফিরোজ মাহমুদ (দর্শন), জামিনুর রহমান জামি (নৃবিজ্ঞান), হাবিবুর রহমান লিটন (দর্শন), ওয়াদুদ হাসান মিঠু (গণিত), ইফরান হাসান শোভন (গণিত) ও সৌরভ বসু (নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা)। তাঁরা সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ৪৩তম আবর্তনের আবাসিক শিক্ষার্থী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত ১৯ আগস্ট রাতে হলের ১২৯ নম্বর কক্ষ থেকে আরাফাত ও সৌরভের দুটি মোবাইল ফোনসেট চুরি হয়। একই দিন ১৩০ নম্বর কক্ষ থেকে প্রশান্ত নামের এক শিক্ষার্থীর একটি মোবাইল ফোনসেট চুরি হয়। পরদিন সকালে আরাফাত ছাত্রলীগকর্মী জামির ফোনের মাধ্যমে তাঁর বাবাকে ফোন হারানোর বিষয়টি 'সাবলীলভাবে' জানালে জামির সন্দেহ হয়। এ ব্যাপারে ২৩ আগস্ট দিবাগত রাত ১টার দিকে হলের ১২৮ নম্বর কক্ষে 'ব্যাচ মিটিং' ডাকে ৪৩তম আবর্তনের শিক্ষার্থীরা। মিটিংয়ে আরাফাতকে বিভিন্ন ধরনের অবান্তর প্রশ্ন করে বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়। এ সময় অসংলগ্ন উত্তর দেওয়ায় জামি তাঁকে চড়-থাপ্পড় দেন। এরপর তাঁকে হলের খেলার মাঠে নিয়ে গিয়ে মোবাইল চুরির বিষয়টি জোরপূর্বক স্বীকার করানোর চেষ্টা করেন শোভন। আরাফাত এতে অস্বীকৃতি জানালে তাঁকে হলের ছাদে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়। এ সময় ফিরোজ তাঁর দুই কানে সজোরে আঘাত করেন। তখন তিনি পড়ে গেলে জামি তাঁর দুই পায়ে রড দিয়ে পেটান।

আরাফাত শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন দেখিয়ে গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি চুরির সঙ্গে জড়িত নই। মারধরের পর আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেন্টারে চিকিৎসা নিতে চাইলে মিঠু আমাকে বাধা দেয়। ঘটনা যাতে কেউ না জানে সে জন্যও আমাকে ভয়ভীতি প্রদর্শন করে ছাত্রলীগকর্মীরা। পরে গত ২৭ আগস্ট এক সিনিয়র শিক্ষার্থীর সঙ্গে কথা বলে আমি রাজধানীর বারডেম হাসপাতালে চিকিৎসা নিই।'

মারধরের বিষয়টি স্বীকার করে অভিযুক্তরা বলেন, 'হলে কয়েক দিন থেকেই চুরি বেড়ে গিয়েছিল। মিটিংয়ে আরাফাতকে চুরির বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে সে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলে। এতে আমাদের সন্দেহ হয়। প্রশাসনিকভাবে গেলে জানাজানি হবে। সে জন্য এক বড় ভাইয়ের আদেশে বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করে নিয়েছি।'

এ বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক তপন কুমার সাহা বলেন, 'আমরা লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'